১

ভয়ঙ্কর ধাঁধার আবর্তে আইনের আমলাদের ডিগবাজি

সোনা কান্তি বড়ুয়া

সরকার শান্তিকামী জনতার রক্ষক না ভক্ষক? পাপ এবং হিংসাকে জয় করে মানুষ হবার সহজ কথা সভ্য সমাজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন আজ ভুলেই গেছেন। হিংসা মানব সমাজের পরম শত্রু। অহিংসা মানব সমাজের পরম বন্ধু। যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশের জনতাকে এক হতে হবে। সন্ত্রাসী বাংলাভাই গেল তল, মইনুল ভাইরা কয় কত জল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের প্রতি মইনুল হোসেনের ব্যক্তিগত বিদ্বেষে বিগত ১৬ই জুলাই পুলিশ কর্তৃক অপমানিত হয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। হিংসা, বিষাদ সিন্ধুময়, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে তা বন্ধ করতে হবে। আমাদের সমাজে সব দোষ কি শেখ হাসিনার? কারণ দোষ তো কেষ্টবাবুর বা নন্দঘোষদের।

রাজাকারগণ ও যুদ্ধাপরাধীরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করেছে। উক্ত দুঃখজনক ঘটনায় মনে পড়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের জুলুম বাগিচায় প্রাক্তন জোট সরকারের নেতা - নেত্রী ও পাতিনেতাদের স্বেচ্ছাচারী সর্বস্ব হিংসার ভোগই ফণা তোলে, রাজনীতির নামে স্বার্থের সেই অকথ্য নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব বই আর কি? দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের এই অপুস্পক শুখা হৃদয়, এই খসখসে লোভের আঙ্গুল। দেশ জুড়ে এই সন্ত্রাস, এই স্ব-হন্তারক অদূরদর্শী প্লেজার প্রিন্সিপ্‌ল। বিগত জোট সরকারের আমলে সন্ত্রাসির কান্ডকারখানা দেখে মনে হয়েছিল, টেলিভিশন বা সিনেমায় হিংসার যে অতিরেক দৃশ্যমান, ‘খুন কা বদলা খুন’ ধাঁচের সরাসরি প্রতিশোধকামী মনোভাব যে হিংসার ভিত্তিস্বরূপ ছিল তা কি আজকের আইন

উপদেষ্ঠা মইনুল সাহেবদের মনে আছে? নাকি বাংলাদেশের অন্য কোনো অস্থিরতা এর অন্তরালে ক্রিয়াশীল?

মনের পশুকে কোরবানী বা জয় করতে না পারলে সৎ মানুষ হওয়া যায়না। ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। মনের লোভ দ্বেষ মোহকে জয় করে সত্যিকারের ধার্মিক হওয়া যায়। জঙ্গী মৌলবাদীরা শান্তিকামী মুসলমান জনতা সহ বিশ্বে সংখ্যালঘুদেরকে দুঃখের দহনে করুন রোদনে আর কতকাল ধরে তিলে তিলে ধ্বংস করবে? মানবজাতির হৃদয়াসনে মানবতা চির দেদীপ্যমান হয়ে ছিল, আছে এবং থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোর ঝর্ণাধারায় তান্ডবের মাধ্যমে সিভিল সোসাইটিতে ছাত্রীদের উপর হামলা করার সাহস করেছিল কেমন করে? তা'তে এই তথাকথিত সভ্য সমাজের পুলিশের নিহিত একটি পাতাল ছায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেশের সভ্য সমাজের আইনের ভাষা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বুঝেও মানে না। তিনি গায়ের জোরে বাংলাদেশের পুলিশকে লেলিয়ে দেয় কেমন করে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অপমানিত করে বেআইনি ভাবে গ্রেফতার করতে। কারণ কয়লা ধুলেও ময়লা যায়না। কেন এই হিংসাত্মক আচরণ তা সমাজবিদগণ বিশ্লেষণ করবেন। জনাব ড: ফকরুদ্দিন সাহেবের সরকার যদি ঠিক মতো কাজ করতে না পারে তা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। এভাবে সমাজ তো দিব্য হিংসার গণসংস্কৃতির উপর ঠুনকো একটা আবরণ টেনে জীবনযাপনে মত্ত।

সম্মিলিত দেশবাসীর মানবতায় ঈশ্বর বিরাজমান। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে কোন ধর্মের মৌলবাদীরা মানবজাতির মানবতাকে হিংসার অস্ত্র দিয়ে খন্ড বিখন্ড করতে পারবে না। কিন্তু ঘটমান বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে, এই মুহূর্তে তাবৎ সমাজ হিংসার আগ্নেয়পর্বতের উপরেই সমাসীন। এই যুগধর্ম লাঞ্চিত জামায়াত সহ স্বার্থান্ধ ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মকে সোনার পাথর বাটির ব্যবসায় উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিপনার ডোজ

কাউন্টার ডোজ, তখন কি কোনও ভরসা আসা সম্ভব? দেশের ছেলে -মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাই আজকাল একটা বড় রকমের নেপথ্য সংকটের মধ্যে থাকি আমরা। সংবিধান, আইন, পুলিশ, গণতন্ত্র, অধিকার- এসব কথাগুলি এখন দিনে রাতে আমার আপনার মুখে মুখে। পবিত্র কোরানে ও আল্লাহ বলেছেন, "সমস্ত মানবমন্ডলী এক জাতি।" (সুরা বাখারা : ২১৩)। বর্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গণমুখী ইতিহাসের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তা প্রতিহিংসা বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবিরোধী। আমাদের আশা, ইতিহাসের এই নতুন পর্বে তত্ত্বাবাধয়ক সরকারের বেআইনি গ্রেফতার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্বন্ধে বিশ্বসভায় নিন্দিত হবে এবং এই চিরন্তন সত্যে জয় বাংলা।

লেখক এস বড়ুয়া প্রবাসী খ্যাতিমান কথাশিল্পী ও সাংবাদিক।